Bangladesch Jugendförderung e.V. Newsletter Juli 2025

Autor: Anisul Haque

বাংলাদেশ ইওগেন্ডফ্যোর্ডারুং এর পক্ষ থেকে দু-এক বছর পরপরই বারবিকিউর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সদস্য, দাতা ও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাঁদের অবদানের প্রতি সম্মান জানানো ও নতুন সদস্য অর্জন করাই এই আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য।

এবছর আমাদের গ্রিল অনুষ্ঠান হল ২২ জুন, রোববার, সুন্দর এক রোদেলা ও উষ্ণ দিনে। প্রায় ৩০০ অতিথির জন্যে খাবার দাবার ও পানীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে দেয়া হয়। এই বিশাল আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছে সংগঠনের ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মী ও তাদের বন্ধুরা। তবে গ্রিলের সময় আরও অনেকে কাজে হাত না দিলে অনুষ্ঠানটি এত সুন্দর করে সম্পন্ন করা যেত না। ইওগেন্ডফ্যোর্ডারুং এর পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে প্রাণঢালা ধন্যবাদ জানাই।

অনেকেই এই অনুষ্ঠানের জন্যে অনুদান দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। এতে অতিথি আপ্যায়নের খরচ কিছুটা হলেও উঠে আসবে। পাশাপাশি বারো জন নতুন সদস্য পেয়ে আরও বেশি ছাত্রদের সাহায্য করা সম্ভব হবে। আগত অতিথিদের জন্য সুন্দর এক দিন ছিল এটি। যে কোন গঠনমূলক কাজে কর্মীদের মাঝে হৃদ্যতা একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। এই দিনটি সেই উপকরণে অলংকৃত করেছে আমাদের।

Ein Fest der Begegnung, des Genusses und der Gemeinschaft Unser Barbecue- und Kulturtag am 22. Juni – ein voller Erfolg!

Unser Verein *Bangladesch Jugendförderung e.V.* organisiert alle ein bis zwei Jahre ein Barbecue- und Kulturprogramm. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Kontakt zu Mitgliedern, Spendern und Freunden der Organisation aufrechtzuerhalten, ihre Beiträge zu würdigen und natürlich auch neue Mitglieder zu gewinnen.

In diesem Jahr fand unser Grillfest am Sonntag, den 22. Juni, an einem schönen, sonnigen und warmen Tag statt. Für rund 300 Gäste wurden Speisen und Getränke von den Organisatoren bereitgestellt. Die Verantwortung für diese große Veranstaltung übernahm die Arbeitsgruppe des Vereins – das Working Committee - gemeinsam mit ihren Freunden. Doch ohne die Mithilfe vieler weiterer Personen während des Grillens hätte die Veranstaltung nicht so schön und erfolgreich verlaufen können. Im Namen des Vorstandes von Bangladesch Jugendförderung e.V. sprechen wir allen Helferinnen und Helfern unseren herzlichen Dank aus.

Während der Veranstaltung haben viele Anwesende – Besucher als auch Mitglieder – durch ihre großzügigen Spenden ihre Unterstützung und Wertschätzung für unser ehrenamtliches Engagement gezeigt. Dadurch konnte ein Teil der Bewirtungskosten gedeckt werden. Darüber hinaus konnten wir zwölf neue Mitglieder gewinnen, was uns ermöglichen wird, noch mehr Schüler:innen und Studierende zu unterstützen.

Für alle Gäste war es ein rundum gelungener Tag. Die spürbare Herzlichkeit unter den Mitarbeitenden hat gezeigt, wie wichtig ein gutes Miteinander für unsere gemeinsame Arbeit ist.

Danke an alle, die dabei waren – wir freuen uns schon auf das nächste Mal!

বাংলাদেশ ইউগেন্ডফ্যোর্ডারুং এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জিয়া মল্লিক

সুমি সরকার

জিয়া মল্লিক, মিউনিখ শহরের পরিচিত একটি মুখ। সদাহাস্যোজ্বল ও বন্ধুবৎসল একটি মানুষ। বাংলাদেশের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ ও নিবিড় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে তার জড়িত থাকার মাঝে। ২০০৮ সালে আরও কিছু মিউনিখবাসী বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন "Bangladesch Jugendförderung e.V." নামে একটি ছাত্রবৃত্তি সংস্থা। এই সংস্থাটি বাংলাদেশের গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের নিয়মিত বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করে।
ব্যক্তিগত জীবনে জিয়া মল্লিক একটি জার্মান বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও দুই কন্যাসন্তানের বাবা। তাঁর সহধর্মিণী জেসমিন মল্লিকও এই শহরের একটি অতি পরিচিত মুখ।
শব্দকুঞ্জের জন্যে জনাব জিয়া মল্লিকের এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুমি সরকার।

সুমিঃ আপনি কি চিন্তা ভাবনা থেকে ইউগেন্ডফ্যোর্ডারুং এর মতো একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেটা কবে?
জিয়া মল্লিকঃ আমি আগে থেকেই দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলাম। তখন থেকে ভেবেছি, কিভাবে এটা সম্ভব করা যায়। সেই আগ্রহ

থেকেই ২০০৭ এর শেষের দিকে আমি আমার কিছু বাংলাদেশী ও জার্মান বন্ধু-বান্ধব মিলে একটি সংগঠন (এসোসিয়েশন) তৈরি করার দিকে এগিয়ে যাই।
অবশেষে আমরা ২২ জন সদস্য নিয়ে ২০০৮ সালের প্রথম দিকে আমাদের সংগঠন (Bangladesch Jugendförderung e.V.) এর কার্যক্রম শুরু করি।
বলে রাখা ভালো যে, আমাদের সংগঠনটি পুরোপুরি অলাভজনক ও প্রাপ্য অনুদানের প্রায় পুরোটাই বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। অনেক সংগঠনের বেশ মোটা অংকের নিজস্ব খরচ রয়েছে, আমাদের সেরকম কোন খরচ নেই। মজার ব্যাপার হলো, আমাদের আয়কর পরামর্শক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আয়কর অফিসে পাঠানোর বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক নেন, তার ৮০%

Zia Mallik - Gründungsmitglied von Bangladesch Jugendförderung e.V.

Sumi Sarker

Zia Mallik ist ein bekanntes Gesicht in der Stadt München – stets freundlich und hilfsbereit. Seine tiefe Verbundenheit und Verantwortung gegenüber Bangladesch zeigt sich in seinem langjährigen sozialen Engagement. Im Jahr 2008 gründete er zusammen mit weiteren Freunden aus München den Verein **„Bangladesch Jugendförderung e.V."**, der begabte, aber finanziell benachteiligte Schüler:innen in Bangladesch durch regelmäßige Stipendien unterstützt.
Zia Mallik arbeitet hauptberuflich in einer deutschen Versicherungsgesellschaft und ist Vater von zwei Töchtern. Seine Ehefrau Jasmin Mallik ist ebenfalls unter den Bangladeschis in München gut bekannt.
Für das bengalische Magazin „Shobdokunjo" sprach Sumi Sarker mit Herrn Zia Mallik.

Sumi: Was war Ihre Motivation zur Gründung von Bangladesch Jugendförderung e.V., und wann wurde der Verein gegründet?
Zia Mallik: Ich hatte schon immer den Wunsch, talentierte Schüler:innen aus armen Familien in ihrer Ausbildung zu unterstützen. Ende 2007 begann ich, gemeinsam mit einigen bengalischen und deutschen Freunden einen Verein zu gründen. Schließlich starteten wir Anfang 2008 mit 22 Mitgliedern unsere Initiative: **Bangladesch Jugendförderung e.V.** Es ist wichtig zu erwähnen, dass unser Verein vollkommen gemeinnützig ist und fast die gesamten Spenden direkt an die Schüler:innen in Bangladesch weitergeleitet werden. Wir haben kaum Verwaltungskosten. Interessanterweise spendet unser Steuerberater 80 % seines Honorars an den Verein zurück. Alle Abläufe folgen streng dem deutschen Recht, sodass Fehler kaum möglich sind. Laut Satzung finden alle zwei Jahre Vorstandswahlen statt. Ich war von 2008 bis 2016 Vorstandsvorsitzender. Danach folgten Mohammad Abu Fahim, Anisul Haque, und derzeit ist Tariquz Zaman Vereinsvorsitzender. Ich bin weiterhin als beratendes Ratsmitglied tätig.

তিনি আবার আমাদের সংগঠনেই দান করে দেন। প্রতিটি কর্মপ্রবাহ কঠোর জার্মান আইন মেনে পরিচালিত। তাই সামান্য ভুল হওয়ার বা করার অবকাশ নেই।
সংবিধান অনুযায়ী প্রতি দুই বছর পর পর সংগঠনের প্রতিটি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আমি সংগঠনটির সভাপতি (প্রেসিডেন্ট) হিসেবে ছিলাম। এর পর ছিলেন মোহাম্মদ আবু ফাহিম, আনিসুল হক। বর্তমানে তারিকুজ জামান সংগঠনের সভাপতি। আমি কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

সুমিঃ আপনার বন্ধুদের মাঝে কেমন সাড়া ও সমর্থন পেয়েছেন?
জিয়া মল্লিকঃ আমার এই চিন্তাভাবনা নিয়ে আমার বন্ধুদের সাথে অনেক আগে থেকেই আলোচনা করতাম ও সবার কাছ থেকেই অনেক সমর্থন পেয়েছি।

সুমিঃ এটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কী কী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে আপনাদেরকে?
জিয়া মল্লিকঃ জার্মানির কঠিন আইন কানুন ছাড়া আসলে তেমন কোনও সমস্যার ভিতর দিয়ে যেতে হয়নি আমাদের।

সুমিঃ জার্মানির মতো দেশে এমনি এক সমিতি গড়ে তুলতে কী করতে হয়?
জিয়া মল্লিকঃ প্রথমেই সংগঠনের জন্যে একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান লিখতে হবে। এরপর সেটি গঠন করার জন্যে ইচ্ছুক বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি সভার ব্যবস্থা করতে হবে। উপস্থিত সবাইকে সংবিধানটি পড়ে শোনানোর পর ভোটের মাধ্যমে সংবিধানটি পাশ করাতে হবে। এরপরই সংগঠনের সদস্যরা সংবিধান অনুযায়ী সংগঠনের সভাপতি, সহসভাপতি, বোর্ডের সদস্য, কাউন্সিলের সদস্য, নিরীক্ষক নির্বাচিত করবেন।
মিটিংয়ের প্রোটোকল, সংগঠনের সংবিধান এবং বোর্ড সদস্যদের তালিকাসহ একজন নোটারের মাধ্যমে এখানকার রেজিস্ট্রি অফিসে অনুমোদনের জন্যে পাঠাতে হবে। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পাবার পর এটিকে অলাভজনক হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্যে আয়কর অফিসে আবেদন করতে হবে।

সুমিঃ ইউগেন্ডফ্যোর্ডারুং এর মূল উদ্দেশ্য কী ও এই সমিতির মাধ্যমে কে বা কারা সহায়তা পেয়ে থাকে?
জিয়া মল্লিকঃ একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রবৃদ্ধির সোপান এমনি এক প্রক্রিয়া যা সঠিক সময়ে শুরু হওয়া উচিত। উন্নয়নের গতি নির্ভর করে জাতির অক্ষরজ্ঞানের ওপর। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অনেক মানুষই নিরক্ষর। অনেক ভালো এবং যোগ্য শিক্ষার্থী আছে যারা তাদের শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে সক্ষম হলেও, পরবর্তীতে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অক্ষমতার কারণে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে অক্ষম হয়।
"বাংলাদেশ ইয়ুথ প্রমোশন অ্যাসোসিয়েশন" এর আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাংলাদেশের এই দরিদ্র এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে তৈরি।
আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো এসব ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা তাদের উচ্চ মাধ্যমিক

Sumi: Wie war die Resonanz Ihrer Freunde bei der Gründung?
Zia Mallik: Ich habe die Idee schon früh mit meinen Freunden geteilt und durchweg Unterstützung erhalten.

Sumi: Welche Herausforderungen gab es bei der Gründung?
Zia Mallik: Abgesehen von den strengen deutschen Gesetzen gab es kaum Probleme.

Sumi: Was sind die Schritte zur Vereinsgründung in Deutschland?
Zia Mallik: Zunächst benötigt man eine Satzung. Dann lädt man interessierte Freunde zu einer Gründungsversammlung ein, in der die Satzung vorgelesen und per Abstimmung angenommen wird. Danach wählen die Mitglieder gemäß Satzung den Vorstand und die weiteren Gremien. Das Protokoll, die Satzung und die

Liste der Vorstandsmitglieder werden dann über einen Notar an das Vereinsregister übermittelt. Nach der Eintragung kann man beim Finanzamt die Gemeinnützigkeit beantragen.

Sumi: Was ist das Hauptziel des Vereins und wer erhält Unterstützung?
Zia Mallik: Die Entwicklung eines Landes beginnt mit Bildung. Leider ist in Bangladesch der Zugang zur Bildung oft durch Armut begrenzt. Viele talentierte Schüler:innen brechen ihre Ausbildung trotz guter Leistungen wegen finanzieller Not ab. Unser Ziel ist es, solche Schüler:innen finanziell zu unterstützen, damit sie ihren Schulabschluss (HSC – Higher Secondary Certificate) machen können. Dieser Abschluss ist

স্কুল সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারে। এই সনদ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের তাদের পরবর্তী পেশাগত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম করে।

সুমিঃ এই সমিতিতে বৃত্তি প্রদান এবং বিতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বলবেন কি?
জিয়া মল্লিকঃ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি বিতরণ আমাদের সংগঠনের সদস্যদেরই দায়িত্ব। কেউ যদি তাঁর এলাকায় কোন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে চান, তখন সেসব শিক্ষার্থীকে বৃত্তির আওতাভুক্ত করার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়। তাকে তাঁর এলাকায় দুজন সমন্বয়ক ঠিক করে একটা জয়েন্ট একাউন্ট খুলতে হয়, যেখানে নিয়মিতভাবে বৃত্তির টাকা পাঠানো হয়। মাস ও বছর শেষে সে সদস্য আইনগত ভাবে সংগঠনকে বৃত্তির সার্বিক হিসেব জানাতে বাধ্য। এসব হিসেবের কাগজপত্রের মাঝে রয়েছে শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকা প্রাপ্তির স্বাক্ষর, ব্যাংকের বাৎসরিক জমা খরচ ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার অগ্রগতি সম্পর্কিত খবরাখবরও আমরা সেই সদস্যের কাছে নিয়ে থাকি। মাঝেমাঝে আমাদের কেউ বাংলাদেশে গেলে কাছাকাছি এলাকায় খোঁজখবর নিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে আমরা ছাত্রদের সরাসরি ফোন করেও খোঁজখবর নেই।
এসব বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পুরো লেনদেন স্বচ্ছ রাখা হয়।

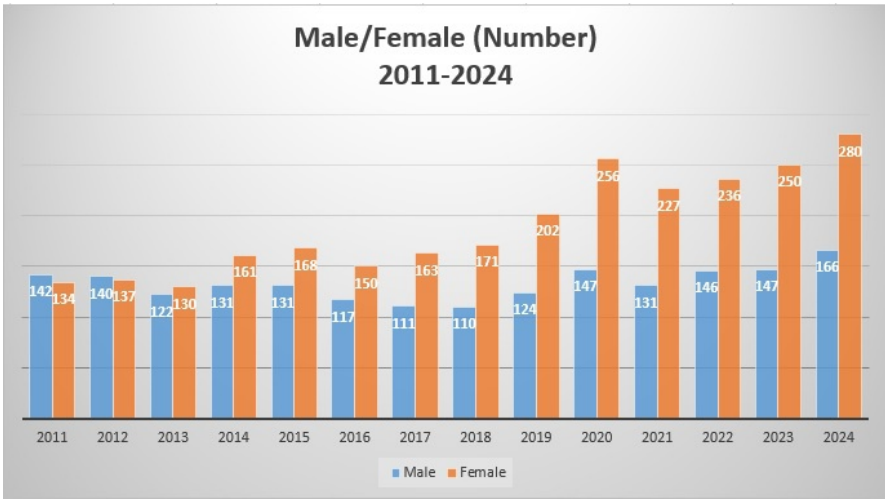

সুমিঃ বর্তমানে বাংলাদেশের কতোটা জেলায় এবং কোন কোন এলাকায় আপনারা বৃত্তি প্রদান করছেন?
জিয়া মল্লিকঃ বাংলাদেশের ২৬ টি এলাকা আমাদের বৃত্তিপ্রকল্পের আওতায় রয়েছে এবং আমরা এই প্রকল্প আরও সম্প্রসারিত করতে চাই।

সুমিঃ কোন কোন ক্লাসের ছাত্রছাত্রী কতো টাকা বৃত্তি পায়?
জিয়া মল্লিকঃ ষষ্ঠ ক্লাস থেকে বৃত্তি প্রদান শুরু হয়। বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অবধি বৃত্তি চলতে থাকে।
ষষ্ঠ ক্লাস থেকে অষ্টম ক্লাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ৭০০ টাকা, নবম ক্লাস থেকে দশম ক্লাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ৯০০ টাকা এবং একাদশ ক্লাস থেকে দ্বাদশ ক্লাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ১২০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়।
সংগঠনের একাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকলে, সফল ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ও এককালীন ২০০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়।

সুমিঃ এই সফল ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনাদের সমিতির সাহায্যে এগিয়ে এসেছে কি?
জিয়া মল্লিকঃ আমরা সবাই আমাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনের ফাঁকে কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই এই সংগঠনের জন্যে কাজ করে যাচ্ছি। সুতরাং সময়ের স্বল্পতায় এখন পর্যন্ত আমাদের বৃত্তিপ্রাপ্ত ও সফল প্রতিষ্ঠিত ছাত্রছাত্রীদের সাথে তেমন যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হইনি। আশা করছি, স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা বাড়লে আমরা এই কাজটিও করতে সক্ষম হবো।

entscheidend für ihre berufliche Zukunft.

Sumi: Wie läuft die Vergabe der Stipendien ab?
Zia Mallik: Die Vergabe wird von Vereinsmitgliedern selbst organisiert. Wer Schüler:innen in seinem Heimatort unterstützen möchte, ist verantwortlich für die Organisation: Er benennt zwei Koordinatoren, eröffnet ein Gemeinschaftskonto, und erhält dann regelmäßig die Stipendienmittel. Am Monats- und Jahresende muss der Verantwortliche vollständige Berichte vorlegen – inklusive Quittungen, Kontoauszügen und Leistungsnachweisen. Wir erhalten auch Informationen über die schulische Entwicklung der Geförderten. Bei Besuchen in Bangladesch treffen wir Schüler:innen persönlich oder telefonieren mit ihnen. So bleibt alles transparent.

Sumi: In wie vielen Regionen Bangladeschs sind Sie aktiv?
Zia Mallik: Aktuell fördern wir Schüler:innen in 26 Regionen Bangladeschs und wir möchten das Netzwerk weiter ausbauen.

Sumi: Wie hoch sind die monatlichen Stipendienbeträge?
Zia Mallik: Klassen 6–8: 700 Taka/Monat,
Klassen 9–10: 900 Taka/Monat,
Klassen 11–12: 1.200 Taka/Monat.
Bei ausreichenden Mitteln geben wir erfolgreichen Schüler:innen zusätzlich einen einmaligen Betrag von 20.000 Taka zur Unterstützung beim Universitätsstart.
[1 Euro entspricht etwa 130 Taka]

Sumi: Haben ehemalige Stipendiat:innen sich später engagiert oder Kontakt gehalten?
Zia Mallik: Da wir alle ehrenamtlich neben Beruf und

সুমিঃ এই সমিতির সদস্য কারা কারা ও তাদের সংখ্যা কতো?
জিয়া মল্লিকঃ আমাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য যে কেউ হতে পারেন। আমাদের সদস্য সংখ্যা এখন ২২৮ জন।
নিচে আমাদের ওয়েবসাইটের লিংক দেয়া হল। এখানে সদস্য হবার ফর্মটা দেয়া আছে।
https://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/welcome.php?lang=

সুমিঃ এই সমিতি বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি বাংলা এবং জার্মান কমিউনিটিতে প্রচার এবং প্রসারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়ে থাকে?
জিয়া মল্লিকঃ প্রাথমিক অবস্থায় আমরা বাংলা ও জার্মান কমিউনিটিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে চেষ্টা করেছি সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির বিষয়ে সবাইকে অবগত এবং অনুপ্রাণিত করার। এভাবেই বেশ কিছু সদস্য সমিতিতে অংশগ্রহণ করেছেন।
এর পাশাপাশি আমরা Jugendförderung e.V. এর পক্ষ থেকে সকল জার্মান ও বাংলাদেশী সদস্য এবং সংগঠনের শুভানুধ্যায়ীদের সমন্বয়ে গ্রীষ্মকালীন গ্রিল পার্টির আয়োজন করে থাকি। এতে সংগঠনের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি সদস্যদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সাথে সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সমন্বয়ে নতুন সদস্যও যুক্ত হয়।
মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি আমরা। ফলশ্রুতিতে সংগঠনের পরিচিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক নতুন সদস্যও যোগ দিয়েও আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করেছেন।

সুমিঃ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পত্রিকা শব্দকুঞ্জ ও এর কারিগরদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি?

জিয়া মল্লিকঃ মিউনিখ থেকে এই প্রথমবারের মতো বাংলা পত্রিকা "শব্দকুঞ্জ" প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক আনন্দিত। শব্দকুঞ্জের কর্মীদের অভিনন্দন ও তাঁদের সাফল্য কামনা করি।

Familie arbeiten, war die Kontaktpflege bisher begrenzt. Wir hoffen, mit mehr freiwilligen Helfern künftig auch diese Aufgabe intensiver zu übernehmen.

Sumi: Wie viele Mitglieder hat der Verein aktuell und wer kann Mitglied werden?

Zia Mallik: Jede:r kann Mitglied werden. Derzeit haben wir 228 Mitglieder. Hier ist der Link zur Webseite mit dem Mitgliedsantrag: 👉 https://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/welcome.php?lang=

Sumi: Welche Maßnahmen ergreift der Verein zur Öffentlichkeitsarbeit in der deutschen und bengalischen Community?
Zia Mallik: Anfangs haben wir an verschiedenen kulturellen Veranstaltungen teilgenommen, um den Verein bekannt zu machen. So haben sich viele neue Mitglieder uns angeschlossen. Außerdem organisieren wir jährlich ein Sommer-Grillfest für Mitglieder, Freunde und Unterstützer – eine gute Gelegenheit für Austausch und Mitgliedergewinnung. Gelegentlich veranstalten wir auch kulturelle Programme, die zur weiteren Bekanntmachung und Stärkung des Vereins beitragen.

Sumi: Vielen herzlichen Dank! Möchten Sie zum Schluss noch etwas an unser Magazin „Shobdokunjo“ und das Redaktionsteam richten?
Zia Mallik: Es freut mich sehr, dass mit „Shobdokunjo“ erstmals ein bengalisches Magazin aus München erscheint. Ich gratuliere dem Redaktionsteam ganz herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg!

সাক্ষাৎকারটি মিউনিকে ২০২৫ সালে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত একটি বাংলা পত্রিকা "শব্দকুঞ্জ" থেকে নেয়া।

Das Interview wurde im Juni 2025 in der Erstausgabe des Magazins „Shobdokunjo“ in bengalischer Sprache veröffentlicht.